সর্ববিঘ্ন-বিনাশায় লোকনাথায় নমো নমঃ

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার

পূজা-পদ্ধতি ও কীর্তন

শাস্ত্রপৃষ্ঠা

সংকলনে

শ্রীমৎ সুবন্ধু ব্রহ্মচারী

পূজা-পদ্ধতি সম্পাদনায়

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাশ

পরিমার্জন

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দির

৮৪/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১১৫২৩২

প্রথম অধ্যায়
পূজা পরিচয়

প্রশ্ন ঃ পূজার সংজ্ঞা কি?

উত্তর ঃ সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্য সম্পর্কই পূজা।

"যোগো জীবাত্মা নোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।"

প্রশ্ন ঃ পূজা কি শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ?

উত্তর ঃ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যত উপায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পূজা। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র পূজা নিম্নাধিকারীর জন্যে বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শ্রীমনমহাপ্রভু শ্রীমূর্তি সেবনকে একটি ভজনাঙ্গ বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ পূজা কি বৈদিক সাধনা?

উত্তর ঃ বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মতের মিলনেই পূজার সৃষ্টি। বেদের অবদান যজ্ঞ। তন্ত্রের অবদান পূজা। সনাতন হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে পূজার ব্যবস্থা নেই। এটা হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দান।

প্রশ্ন ঃ পূজা প্রকরণ কি বৈজ্ঞানিক?

উত্তর ঃ অবশ্যই। পূজার মধ্যে একটি বিজ্ঞান মানসতা আছে। একটি গভীর প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা রয়েছে পূজার কার্যক্রমে। পূজার দুটি দিক আছে ঃ একটি বাহ্য আচারণগত, অন্যটি আন্তরধর্মী। বৈজ্ঞানিক কাজের মতো ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম অনুসারে পূজার বিধান রচিত হয়েছে যা গবেষণাগারে অনুসৃত কোন বৈজ্ঞানিক ফরমূলার মতো বিন্যস্ত।

প্রশ্নঃ পূজা কত প্রকার?

উত্তর ঃ দু' রকম

বাহ্য পূজা ঃ বিধিসম্মতভাবে বাহ্য আচরণগুলো পালন মানেই পূজা করা।

মানস পূজা ঃ মানসিক ভাবনায় সমস্ত অনুষ্ঠান করা।

প্রশ্ন ঃ পূজার অঙ্গ কয়টি?

উত্তর ঃ পূজার অঙ্গ মুখ্যত একুশটি। যথা- (১) আচমন (২) স্বস্তিবাচন (৩) সংকল্প (৪) ঘটস্থাপন (৫) প্রাণ প্রতিষ্ঠা (৬) দ্বার দেবতা পূজা (৭) পঞ্চশুদ্ধি (৮) ভূতাপসারণ (৯) আসন শুদ্ধি (১০) করশুদ্ধি (১১) দিব্য বিঘ্ননাশন (১২) বহ্নি প্রাকার (১৩) প্রাণায়াম (১৪) ভূতশুদ্ধি (১৫) মাতৃকান্যাস (১৬) ন্যাস (১৭) ধ্যান (১৮) উপচার ও হোম (১৯) বিসর্জন (২০) মুদ্রা (২১) জপ সমর্পণ, প্রণাম বন্দনা ও আত্মনিবেদন।

১। আচমন ঃ আচমন দিয়েই হিন্দুর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সূচনা। 'আচম্য' এবং প্রাণাণ্ আযম্য'– আচমন এবং প্রাণায়াম করে সব অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বিধান। আচমন অর্থাৎ আত্মস্যাৎকরণ, জীবনের পরম লক্ষ্যকে আপন অন্তরে স্থাপন। সেই লক্ষ্যটি কি তা আচমনের জন্য বিহিত মন্ত্রেই সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট।

আচমন মন্ত্র ঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।

২। স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ সোমং রাজানং বরুনমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণু সূর্যং ব্রহ্মানঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

৩। সংকল্প ঃ যে উদ্দেশ্যে যাঁর পূজা করা তাঁকে মনে সুদৃঢ় করাই সংকল্প। সংকল্পে 'অমুক দেবতা প্রীতিকাম' মন্ত্রে উদ্দিষ্ট ইষ্ট দেবতার প্রীতির জন্যে পূজার সংকল্প করা হয়। সংকল্পে পূজার দিন, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, তিথি ইত্যাদি স্মরণ করতে হয়। তার কারণ এসব ভাবনা পূজকের মনে মহান দেবতার ভাবনাকে উপস্থিত করে এবং বিশ্ব জগতের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে।

সঙ্কল্প বাক্য ঃ ওঁ যজ্জাগ্রতো দুরমুদৈতি দৈবং তদ্ সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃশিবসংকল্পমস্তু ॥

৪। ঘট স্থাপন ঃ ঘট দেবতার প্রতীক, ঘটস্থাপন করার জন্য প্রথমেই পঞ্চগুড়ি দিয়ে মণ্ডল অঙ্কন করতে হয়। চিত্রকলার একটি অভিব্যক্তি তার মধ্যে ধরা পড়ে। পাঁচ রকম রঙের চূর্ণ প্রকৃতি থেকে তৈরি করা হয়। সেগুলো হলো সাদা (চাউলের চূর্ণ) রক্তবর্ণ (কুসুম ফুল চূর্ণ) পীত (হলুদ চূর্ণ) শ্যাম (বিল্বপত্র বা বেল পাতা চূর্ণ) কৃষ্ণবর্ণ (শস্যহীন দ্বগ্ধ তুষ)। আলপনা আঁকা শোভন ভূমিতে ঘট স্থাপন করতে হয়। ঘট মাটির কলস, কাঁসা, রূপা বা অন্য কোন মূল্যবান ধাতুর হতে পারে। ঘটে পঞ্চপল্লব পঞ্চরত্ন ও পঞ্চশষ্য দিতে হয়। পাঁচটি পল্লব হলো আম্রশাখা, অশ্বত্থ, বট, পাকুর ও উডুম্বর-পঞ্চ মহত্তত্বের প্রতীক।

পাঁচটি রত্ন হলো মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য- পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক।

পাঁচটি শস্য হলো ধান, যব, শ্বেতসর্ষপ, তিল বা মাষ ও মুগ এ পাঁচটি তন্মাত্রর প্রতীক। পঞ্চ তন্মাত্র হলো রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। ঘট হৃদয় গুহার প্রতীক পঞ্চভূতের সমাহার। মানুষের দেহও পঞ্চভূতের সমাহার। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম দ্বারা দেহ রচিত হয়েছে। ঘটও ঐসব উপাদানে গঠিত। ঘট স্থাপন করে দৈবশক্তি আহ্বান করা পূজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। পূজাতত্ত্বে ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেন, 'ঘটে দৈবী শক্তির আবির্ভাব হয়।'

৫। প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ যে দেবতার পূজা করা হবে পূজকের কর্তব্য হবে সেই দেব প্রতিমায় নিজ আত্মাকে আরোপ করা। মূর্তিকে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে চৈতন্যময় করাই প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল কথা।

৬। দ্বার দেবতার পূজা ঃ পূজা যাতে নিরাপদে সম্পন্ন হয় সে জন্যে দ্বার দেবতার পূজা করা কর্তব্য।

৭। **পঞ্চশুদ্ধি ঃ** পূজার সূচনায় পূজক তার আত্মাকে (১) পবিত্রভাবে উদ্দীপিত করবেন (২) যে স্থানে পূজা হবে সেই স্থানকে শুদ্ধ করবেন। (৩) যে মন্ত্রে পূজা হবে তাও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করবেন। (৪) যে দ্রব্যে পূজার উপচার দেয়া হবে তাও শুদ্ধ করবেন। (৫) সব শেষে যে দেববিগ্রহ আছেন তাঁকেও মৃন্ময় থেকে চিন্ময় করে শুদ্ধ করবেন। এই পাঁচটি কাজকে পঞ্চশুদ্ধি বলে।

৮। **ভূতাপসারণ ঃ** ভূতগণের অধিপতি শিবের কাছে প্রার্থনা করা। যাতে ভূতগণ পূজার কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ পরিবেশক পূজার অনুকূল করাই ভূতাপসারণ।

৯। **আসন শুদ্ধি ঃ** পূজার যে আসন ব্যবহার করা হয় তা পৃথিবীর প্রতীক। আসন শুদ্ধি দ্বারা পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয় যেন পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

১০। **করশুদ্ধি ঃ** করতল দিয়ে সচন্দন পুষ্পমথিত করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই ফুলকে ঈশান কোণে ফেলে দেয়াই করশুদ্ধি। যে হাত ও আঙ্গুল দেব পূজায় ব্যবহার করা হবে তা পবিত্র করা তথা অন্তর ও বাহিরে শত্রু নাশ করাই করশুদ্ধি।

১১। **দিব্য বিঘ্ন নাশন ঃ** আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই তিন শ্রেণীর কোন বিঘ্ন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই দিব্য বিঘ্ন নাশন।

১২। **বহ্নিপ্রাকার ঃ** পূজক মনে এই স্থির বিশ্বাস রাখবেন যে তিনি এক জ্যোতির্ময় ঘরে বসে আছেন। তার চারদিকে আগুনের প্রাচীর আছে। তিনি যা কিছু দেখছেন সবই দেবতাময়, এই বোধে উপনীত হতে হবে তাকে। এটাই বহ্নিপ্রাকার।

১৩। **প্রাণায়াম ঃ** প্রাণায়াম হচ্ছে প্রাণের আয়াম বা বিস্তার। প্রাণ মালিন্যে অবরুদ্ধ, সংকুচিত ও গ্রন্থি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, এখন তাকে উন্মুক্ত আকাশে অবাধে সঞ্চরণের লগ্ন এল। যোগসাধনায় এই প্রাণায়াম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হয়েছে- প্রাণায়ামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন তপস্যা নেই যার থেকে সমস্ত মনের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি সংসাধিত হয়।

১৪। **ভূতশুদ্ধি ঃ** ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বা মাটি, জল, আলো, বাতাস ও আকাশ দ্বারা গঠিত পূজকের মন শুদ্ধ করে চৈতন্যময় করাই ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি দ্বারা পাপদেহের বিনাশ হয়।

১৫। **মাতৃকান্যাস ঃ** মাতৃকা অর্থ হল বর্ণমালা প্রণবের প্রতীক। ক্ষুদ্র দেহ একটি ব্রহ্মাণ্ড। ন্যাস অর্থ সংরক্ষণ। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে মাতৃশক্তির সংরক্ষণই মাতৃকান্যাস। হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর পুরুষের সঙ্গে মিলনের উপায়ই এ ন্যাস।

১৬। **ন্যাস ঃ** নিজের অঙ্গ প্রত্যক্ষ ইষ্ট দেবতারই অঙ্গ ভাবা। ন্যাস শব্দটি ব্যুৎপত্তি হলো নি+অস্+ঘঞ = ন্যাস। 'অস্' ধাতুর অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। পূজকের আমিত্ববোধকে দূরে নিক্ষেপ করা ও দেহ বুদ্ধিকে ক্ষেপণ করাই ন্যাস সাধনা।

করন্যাস, অঙ্গন্যাস– পূজকের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অস্তিত্বকে দেবতার কাছে দান করাই করন্যাস ও অঙ্গন্যাসের মূল কথা।

১৭। ধ্যান ঃ মনের মধ্যে ইষ্ট দেবতার চিন্তাকে ধ্যান বলে। বাহ্য পূজায় দেবতার স্থূল রূপকে ধ্যান করে আস্তে আস্তে সূক্ষ্মরূপে ও কারণরূপে পৌছাতে হয়। মানস পূজায় ধ্যান একটি প্রধান বিষয়। বাহ্য পূজারই চিন্ময়রূপ হলো মানস পূজা। ধ্যান পদ্ধতিগত বিষয়। বাহ্য পূজায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলে আপনা থেকেই মন ধ্যানমুখী হয়।

১৮। উপচার ঃ ধ্যান ও মানস পূজার পর পূজার উপচার দিতে হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী পূজার উপচার দেওয়া বিধেয়। নৈবেদ্য মানে ভোগ। তাও উপচারের অন্তর্গত। উপচার ভেদে, পূজা তিন প্রকার ঃ পঞ্চবিধ, দশবিধ ও ষোড়শবিধ।

পঞ্চোপচার ঃ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

দশোপচার ঃ পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার ঃ আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা, আর সমাপ্তি অনুষ্ঠান–হোম ও বলি।

ভগবান কত মহান! তিনি এক বিশেষ অতিথিরূপে আমার বাড়িতে আসছেন। তাঁর জন্যে আমার গৃহে আজ কত সাজসজ্জা, তিনি এলে বসার জন্যে সবচেয়ে প্রিয় আসনটি পেতে দিলাম। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললাম-ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর পা ধোয়ার জলই পাদ্য। তারপর তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। "অর্ঘ্য" মানে পূজা বা শ্রদ্ধার উপচার– মালা চন্দন, পানীয় ইত্যাদি দ্বারা বরণের উপচার। আধুনিককালে বাড়িতে অতিথি এলে যে রকম চা বা শরবত ইত্যাদি দেওয়া হয় তেমনি "অর্ঘ্য" রচনায় জল, দুধ, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত, তিল, যব ও সাদা সর্ষপ লাগে। তারপর আচমন করার জন্য কর্পুর ও সুগন্ধিযুক্ত আচমনীয় জল দিতে হয়। তিনি কৃপা করে এসেছেন তাই আবারও একটি সুস্বাদু শীতল ও পুষ্টিকর পানীয় দিতে হয়। বাড়িতে কোন সম্মানিত অভ্যাগত এলে যে রকম সমাদর করা হয় সেভাবে। দধি, ঘৃত, জল, মধু ও চিনি এ পাঁচটি দ্রব্য দিয়ে তৈরি পানীয়ের নাম মধুপর্ক। কাঁসার পাত্রে মধুপর্ক দিতে হবে। আবার পুনরাচমনীয় দেওয়ার বিধি আহার্য যখন দেয়া গেল মুখ প্রক্ষালন তো দিতে হবেই। একেবারে আত্মবৎ করে ভগবানকে পাওয়ার সাধনাই পূজা। তিনি বাড়িতে এসেছেন এবং প্রাথমিক সেবা দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁর পথযাত্রার ক্লান্তি দূর হয়েছে। তাই স্নানের ব্যবস্থা করতে হয়। তার নামই "স্নানীয়"। মহাস্নানে বহুবিধ দ্রব্য লাগে। স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্র দিতে হয়। তার নামই বসন। শুধু বসন দিলেই সেবকের মন ভরে না। তাই নানা অলংকারে ভূষিত করে ইষ্ট দেবতাকে। যাঁর সামর্থ্য নেই তিনি মানসনেত্রে সর্ব আভরণযুক্ত দেবতাকে দর্শন করেন। স্নানের পর বসন ভূষণ

দেওয়া গেল। এখন অগুরু-চন্দন ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্প দিয়ে সাধন দুর্লভ দেবতাকে সাজানো চাই। নানা ফুল তার শ্রীচরণে সমর্পণ করতে হবে, তার সঙ্গে হৃদয়পদ্মও। তারপর ধূপ ও দীপ দিয়ে দেবতার আরতি।

পূজা শেষ হলো, এখন নৈবেদ্য বা ভোগ দিতে হবে। নিজের প্রিয় ও সুস্বাদু দ্রব্য দিয়ে নৈবেদ্য দিতে হয়। নৈবেদ্য এমন হবে যে তাতে সব রকম স্বাদযুক্ত খাদ্যবস্তু থাকতে হবে। ভক্ত ভোগ দিয়ে তার ঈশ্বরের শ্রীচরণ বন্দনা করবেন। সর্বশেষে হোম ও বলি। হোম বৈদিক অনুষ্ঠান, অগ্নিমুখে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান। বলি বলতে নিরীহ চতুষ্পদ প্রাণী বধ বোঝায় না। পূজকের নিজের মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার নামক চতুষ্পদী অন্তরকে দেবতার কাছে বলি দেওয়া বুঝায়।

১৯। বিসর্জন ঃ ঘরে প্রতিমা স্থাপন করে পূজকে পূজা করেছেন। এখন সেই ইষ্ট দেবতাকে তার নিজ হৃদয়ে স্থাপন করবেন। তারই শাস্ত্রীয় নাম বিসর্জন। যিনি বাইরে ছিলেন তিনি এখন ধমনীতে বহমান। জ্ঞানগঙ্গায় নিমজ্জিত হয়েছেন। পূজকের মনে এই ভাব জাগ্রত হতে হবে, তবেই হবে বিসর্জন।

২০। মুদ্রা ঃ যা দেবতার প্রীতি উৎপাদন করে এবং পাপকে দূরে সরিয়ে দেয় তাকে মুদ্রা বলে। তান্ত্রিক পূজার প্রধান অবলম্বন এই মুদ্রা। বিশেষ প্রণালীতে হস্ত করাঙ্গুলী প্রদর্শনই মুদ্রা। তন্ত্রশাস্ত্রে মুদ্রাকে বোঝায় আসন। এ পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

২১। জপ সমর্পণ ঃ সাধক তার যথাসর্বস্ব দেবতার চরণে সমর্পণ করে দেবেন। নিজের বলতে কিছুই থাকবে না। সবই ইষ্টের করে দেয়া-নিঃশর্ত সমর্পণ করা। তারপরই প্রণাম। প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়ার নাম প্রণাম। পূর্ণ এ আত্মসমর্পণই প্রণাম।

প্রশ্ন ঃ কত প্রকার বিগ্রহের পূজা করা হয়?

উত্তর ঃ আট প্রকার। যথা- শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা (মাটির), লেখ্যা [অংকিত/আলোকচিত্রা (ফটো)], সৈকতী (বালুকাময়ী), মণিময়ী ও মনোময়ী।

প্রশ্ন ঃ পূজা নামক ভজনাঙ্গটি কি নিম্নাধিকারীর জন্যে?

উত্তর ঃ ধারণাটি ঠিক নয়। বাহ্য ও আন্তর দু'রকম পূজা মিলেই সমগ্র পূজা। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চলতে পারে না। সাধনার সূচনায় বিগ্রহ প্রতীক হতে পারেন। ভক্তের অর্চনার ফলেই তিনি হয়ে যান চিদ্‌বিগ্রহ। শ্রীরামানুজের ভাষায় "অর্চ্চাবতার। এ সম্পর্কে রামানুজের গল্পটি ভারী সুন্দর ঃ

মূর্তি পূজায় আস্থাহীন একটি লোক তাঁকে প্রশ্ন করেন- 'ভগবান বিশ্বব্যাপী তাঁকে পূজা করার জন্যে আপনি এই ছোট ছোট মূর্তি রেখেছেন কেন?' উত্তর না দিয়ে শ্রীরামানুজ তাঁকে ধুনী জ্বালানোর জন্যে গ্রাম থেকে আগুন এনে দিতে বলেন। লোকটি আগুন নিয়ে এলো। রামানুজ বললেন, 'আপনি দগ্ধ কাষ্ঠ এনেছেন কেন? আপনাকে আগুন আনতে বলেছি, আগুন আনুন।' লোকটি অসহায়ভাবে বললো-

আগুন আনার আর তো কোন উপায় দেখি না। তখন আচার্য বললেন- সকল বস্তুতে আগুন থাকলেও আমার কাছে আনতে যেমন পোড়া কাঠ ছাড়া আর কোনভাবে সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি পরব্রহ্মকে আমার সমক্ষে আনতে হলে মূর্তি ছাড়া উপায় নেই। আপনার হাতের কাষ্ঠ আগে ছিল শুধুই কাষ্ঠ, আগুন ধরানোর পর হয়েছে অগ্নি। আমার সম্মুখস্থ ঠাকুরটি আগে ছিল পিতলের মূর্তি, এখন তা চিন্ময় পরব্রহ্ম।

পূজা একটি প্রকৌশল, পূজা একটি ব্যাকরণ। সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো। গাণিতিক নিয়মের মতো তার বিধি পর্যায়ে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অচল। তাই পূজা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মতো। বেদের অবদান যেমন যজ্ঞ– তন্ত্রের অবদান তেমনি পূজা। উত্তম ও অধম সকল অধিকারীর জন্যেই পূজা প্রশস্ত। 'পূজা কি' তা বুঝাতে গিয়ে শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী খুব সুন্দর ভাষায় লিখেছেন ঃ

"আপনার গৃহে উৎসবানুষ্ঠান। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় গৃহপ্রাঙ্গণ সজ্জিত হঠাৎ সকল আলো নিভিয়া গিয়া বাড়িঘর আঁধার করিয়া দিল। আপনি পথ চাহিয়া দেখিলেন রাজপথ ও পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর আলোকে উদ্ভাসিতই আছে। আপনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে আপনার বাড়ির সঙ্গে মূল কেন্দ্রের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি ডাকিলেন। তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ঘন্ট দিল। আপনি আনাইয়া দিলে তাহারা দুই দশ মিনিট খাটিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। পূজা ব্যাপারটিও এইরূপ, দুইয়ের যোগে চার হওয়ার মত।

জগতের সকলেই শক্তিমান। আপনি শক্তিহীন কেন? তন্ত্রশাস্ত্র উত্তর দিবে- আপনি শক্তির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইয়াছেন। আবার সম্বন্ধ স্থাপন করুন। উপায় কি? উপায় পূজা। পূজায় কি লাগিবে? পুরোহিত ঠাকুরকে খবর দিন যথাযথ দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা হউক। শক্তির আলো জ্বলিয়া উঠিবে।"

পূজার সব কিছুই ঈশ্বরময়। সব কিছুই আত্মধর্মী। তাই পূজা একটি শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ। পূজার মধ্যে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ ও কর্ম এই চারটি যোগের সমাহার ঘটেছে। তাই পূজা শুধু নিম্নাধিকারীর উপাসনা পদ্ধতি বলা ঠিক হবে না। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূজার ক্রমে এই চারটি যোগই কার্যকর হয়েছে। যেমন– ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও প্রাণায়াম হচ্ছে যোগ প্রধান অনুষ্ঠান। মানস পূজা হচ্ছে জ্ঞান-প্রধান অনুষ্ঠান অর্থাৎ জ্ঞানযোগ-নির্ভর। হোম প্রভৃতি কর্মযোগ প্রধান। প্রণাম, প্রদক্ষিণ, ভোজ্যাদি নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণ ভক্তিযোগময়। এ কারণে পূজা এক শ্রেষ্ঠ ভজনযোগ- যার মধ্যে মিলিত হয়েছে চারটি যোগের সকল ভাব। ভাবই হচ্ছে পূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান। বাহ্য উপচারের চেয়ে অন্তর উপচারই পূজার মুখ্য বিষয়। তবু বস্তুময় পৃথিবীর ভেতর দিয়েই তো ভাব পৃথিবীর দিকে যাত্রা করতে হয়।

আসুন, ব্রহ্মবিদ যুগ দেবতা শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ভাবঘন পূজার জন্যে আমরা বৈধী পূজার অনুষ্ঠান করি।

লোকনাথ বাবার পূজানুষ্ঠান

সুচনা ঃ সকালে স্নান ও আহ্নিক করে পূজাস্থলে গিয়ে পূজনীয় দেব বিগ্রহকে প্রণাম করে পূজার জিনিসপত্র যথাযথভাবে সাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে বসে হাত জোড় করে প্রার্থনা করবে ঃ

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্‌ ।
নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥

[সকল মঙ্গলকারী বরদাতা বরণীয় শুভ নারায়ণকে নমস্কার করে সকল কাজ আরম্ভ করছি ।]

(১) আচমন– আচমনে শরীর ও মনের পবিত্রতা আসে। পবিত্রতাই দেব পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ ।

হাতে এক গণ্ডুষ জল নিয়ে তিনবার 'ওঁ বিষ্ণু' বলতে হবে। তিনবার জল পানের পর ডান দিক থেকে বাম দিকে দু'বার দুই ঠোঁট মার্জনা করতে হবে।

গরুর কানের আকার করে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মাষকলাই ডুবতে পারে এমন পরিমাণ জল নিতে হবে। মুখ মার্জনার পর নাসিকা, চোখ দু'টি, দু'কান, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুমূল স্পর্শ করতে হবে এবং হাত ধূয়ে ফেলতে হবে।

আচমন মন্ত্র– ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ।

ব্যাখ্যা ঃ আকাশে পরিব্যাপ্ত চোখ দিয়ে যেমন সব কিছু দেখা যায় তেমনি জ্ঞানিগণ সর্বত্র পরব্রহ্ম ব্যাপ্ত দেখেন।

(২) স্বস্তিবাচন– নিজ দেহ মনকে শুদ্ধ করার পর পূজক পরিবেশকে শুদ্ধ করেন। এটাই স্বস্তিবাচন। হাত জোড় করে পাঠ ?

স্বস্তিবাচন মন্ত্র– ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তাক্ষো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

[বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন। সকল জ্ঞানের আঁধার পূষা (সূর্য) আমাদের মঙ্গল করুন। গুরু আমাদের মঙ্গল করুণ বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন ।]

তারপর জলশুদ্ধি ঃ কোষার জলের মধ্যে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা স্পর্শ করে জলশুদ্ধি করা হয়। মন্ত্রে সর্ব তীর্থ সলিল আবাহনঃ সপ্ত নদীর জল সন্নিহিত করা হয়।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥

শুদ্ধি মন্ত্রপাঠ ঃ

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতো'পি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি ॥

সংকল্প ঃ সংকল্প ছাড়া পূজা অর্থহীন। তাম্রপাত্রে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র (কুশ), হরিতকী, জল ও গন্ধপুষ্প নিয়ে বিধি মতো সংকল্প করতে হয়। দূর্বা ও আতপ চাউল হাতে নিয়ে পাঠ করতে হবে-

(ক) ওঁ কর্তব্যে অস্মিন শ্রীশ্রীলোকনাথ দেবস্য শুভ... জন্মতিথি নিমিত্তক/ তিরোভাবতিথি নিমিত্তক/ পাদুকা উৎসবতিথি নিমিত্তক ....ইত্যাদি।

শ্রীলোকনাথ পূজা কর্মাণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু।

তিনবার 'ওঁ পুণ্যাহ' বলে আতপ চাল ছড়াবে।

(খ) ওঁ কর্তব্যে অস্মিন (শ্রীলোকনাথ দেবস্য শুভ জন্মতিথি নিমিত্তক ... ইত্যাদি)

শ্রীলোকনাথ পূজা কর্মাণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু।

তিনবার 'ওঁ স্বস্তি' বলে মাটিতে আতপ চাল ও দূর্বা ছড়াবে।

(গ) ওঁ কর্তব্যে অস্মিন (শ্রীশ্রীলোকনাথ দেবস্য শুভ জন্মতিথি .... ইত্যাদি)

শ্রীলোকনাথ পূজা কর্মাণিঋদ্ধিং ভবন্তো-ব্রুবন্তু।

তিনবার 'ওঁ ঋদ্ধ্যতাম' বলে চাল ছড়াবে।

তারপর করজোড়ে সাক্ষ্য মন্ত্র ঃ

ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেঃ ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিকপতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহসন্নিধিম্ ॥

[সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল, সন্ধ্যা, ভূত সকল, দিন, রাত্রি, পবন, দিকপতি, ভূমি, আকাশ, গগনচারী অমরবৃন্দ ভগবৎ শাসনে পূজাস্থলে সমবেত হয়েছেন বলে কল্পনা করি।]

সংকল্প ঃ তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, হরিতকী, গন্ধ ও পুষ্প, চাল ও জল নিয়ে ডান পা মাটিতে মুড়ে বসে পূর্ব মুখে সংকল্প করবে। তাম্রপাত্রটি বাম হাতে রেখে ডান হাতে তা আচ্ছাদিত করে বলবে –

বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক...... অমুক-ফল-প্রাপ্তিকাম শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী দেব

প্রীতিকাম যথাসামান্য বিধিনা শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী দেবস্য পার্ষদভক্তাশ্রিত জন হৃদয়েষু নিত্যলীলা ভাব বিকাশনায় নিখিল জনগণ মধ্যে তন্মাহাত্ম্য- যশোবৃদ্ধয় তৎপ্রীতয়ে চ গুর্বাদি পূজাপূর্বকং (শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী দেবস্য শুভ জন্মতিথি নিমিত্তক.... সর্ব দেব দেবী স্বরূপ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী পূজন তদীয় শ্রীচরণাশ্রিতো অহং করিষ্যে। (পরের জন্যে হলে- 'করিষ্যামি')। পাত্রটি ঈশান কোণে উপুড় করে রেখে তার উপর চাল ছড়াবে। ঘন্টা বাজাতে বাজাতে পাঠ করবে।

আসন শুদ্ধি ঃ আসনের নীচে ত্রিকোণ মণ্ডল করে ওঁ হ্রীং এতে গন্ধ পুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ। পুজো করে আসন স্থাপন করে বলবে- 'ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কুর্মো দেবতা, আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। পরে হাতজোড় করে মন্ত্র পাঠ ঃ

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।

ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

[হে জননী পৃথিবী, আপনি সব কিছু ধারণ করে আছেন। আপনাকে ভগবান বিষ্ণু ধারণ করে আছেন। আপনি আমাকে নিত্য ধরে থাকুন ও আসনকে পবিত্র রাখুন।]

ঘট স্থাপন ঃ দেবতার প্রথম আবাহন ঘটে। বিশ্বকর্মা সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠে এলে সেই অমৃত রাখার জন্যে দেবতাদের শক্তি সংগ্রহ করে কলস তৈরী করেছিলেন। কলসের মুখে ব্রহ্মা, গ্রীবায় মহেশ্বর ও মূলে বিষ্ণু। ঘট নির্মাণে কৃপণতা বর্জন করে সুন্দর শোভাময় ঘট স্থাপন করতে হয়। পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে বেদীর উপর সর্বোতভদ্রমণ্ডল অথবা অষ্টদল পদ্ম এঁকে শুক্লাধানের উপর ঘট স্থাপন করতে হয়। ঘট মধ্যে জল পূর্ণ করে নবরত্ন (হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ ও প্রবাল) দিতে হয়। অভাবে শুধু সোনা। মুখে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বথ, বট পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর) দিতে হবে। অভাবে শুধু আম্র পল্লব।

তার উপর আতপ চাল পূর্ণ সরা বসিয়ে তার উপর সশীষ ডাব বা এক ছড়া কলা সিন্দুর মাখিয়ে দিতে হবে। পরে লাল কাপড় বা গামছা দিয়ে ঢেকে দেবে। তারপর মন্ত্র পাঠ ঃ

হ্রীং গঙ্গাদ্যাঃ সরিতাঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।

হ্রদাঃ প্রস্রবনাঃ পুন্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ।

সর্বতীর্থানি পুন্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্।
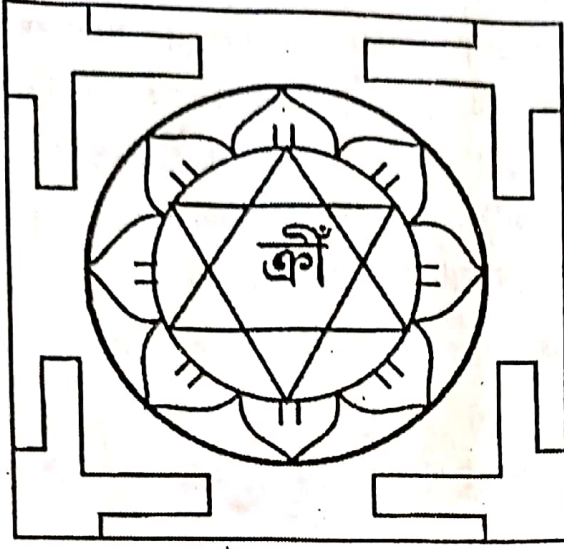
অষ্টদল পদ্ম
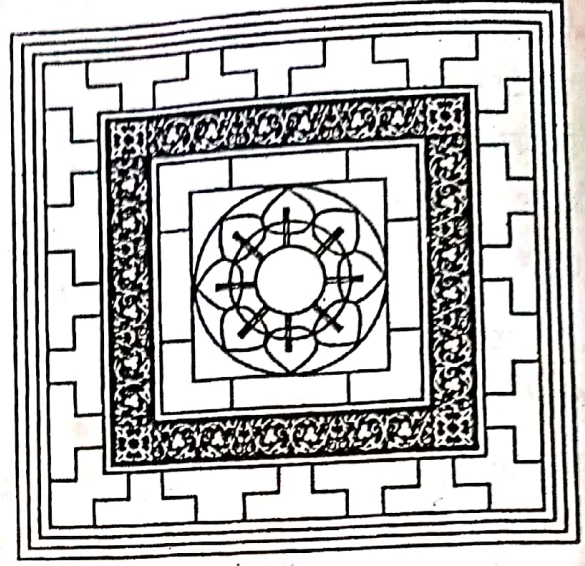
সর্বতোভদ্রমণ্ডল

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ঃ

নিজের সামনে বাম দিকের ভূমিতে ত্রিকোণ বৃত্ত ও চতুর্ভুজ মণ্ডল জল দিয়ে এঁকে তাতে-

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ।

বলে পূজা করবে। ওঁ মন্ত্রে দূর্বা, আতপ চাউল, বেলপাতা, চন্দন, ফুল ও তুলসী পাতা দিয়ে একটি অর্ঘ্য সাজিয়ে কোশার অগ্রভাগে সাজিয়ে দেবে। জলেও চন্দন, ফুল ও তুলসী পাতা দিবে। পরে অঙ্কুশ মুদ্রায় সর্বতীর্থ আবাহন করবে।

দ্বার দেবতার পূজা ঃ অর্ঘ্য জল দরজার দিকে ছিটিয়ে বলবে-

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ

নৈঋত কোণে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তু পুরুষায় নমঃ।

ভূতাপসারণ ঃ ফট মন্ত্রে আতপ চাল সাতবার জপ করে সেই চাল নারাচ মুদ্রায় (অঙ্গুষ্ট ও তর্জনী যোগে) নীচের মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে চারদিকে ছড়াবে ঃ

ওঁ সর্ব বিঘ্নান্ উৎসারয় হুং ফট স্বাহা।

ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।

যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।

[শিবের আজ্ঞায় সকল বিঘ্ন দূর হোক।]

ভূমি শুদ্ধি ঃ ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা- মন্ত্রে মুষ্টিবদ্ধ জল মাটিতে ছড়াবে।

কর শুদ্ধি ঃ ঐং মন্ত্রে একটি সচন্দন রক্ত পুষ্প নিয়ে ওঁ-এ মন্ত্রে উভয় করতলে মর্দন করে হেঁসৌ মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশান কোণে নিক্ষেপ করবে।

পুষ্প শুদ্ধি ঃ পুষ্পগুলি স্পর্শ করে পাঠ করবে ঃ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে, পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পাচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা।

মন্ত্র শুদ্ধি ঃ মাতৃকাবর্ণের আটটি বর্ণ দিয়ে গঠিত জপ করবে ঃ

অং ঐং অং কং ঐং কং চং ঐং চং টং ঐং টং তং ঐং তং পং ঐং পং, যং ঐং যং, শং ঐং শং।

দেবতা ও পূজা দ্রব্য শুদ্ধি ঃ বীজ মন্ত্রের সঙ্গে 'ফট্ ওঁ ঐং ফট্' উচ্চারণ করে দেবতা ও পূজা দ্রব্যে তিনবার প্রোক্ষণ করে ধেনু মুদ্রা দেখাতে হবে। ভাববে সব কিছুই চিন্ময় হলো।

ভূতশুদ্ধি ঃ নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করাই ভূতশুদ্ধি। বিস্তারিত ভূতশুদ্ধি না করতে পারলেও সংক্ষেপে এই মন্ত্র পাঠ করে ভূতশুদ্ধি করবে ঃ

ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছি ঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় স্বাহা ॥ ২

ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩

ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটামুল্লসোল্লাস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল হংসঃ সোহহং স্বাহা ॥ ৪

ব্যাপক ন্যাস ঃ আং হুং ফট স্বাহা মন্ত্রে পায়ের আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত দুই হাত দিয়ে মার্জনা করবে। ভাববে সূক্ষ্মদেহ লাভ হলো।

জীবন্যাস ঃ নতুন রচিত দিব্যদেহে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সোঽহং (আমিই সেই-তিনিই আমি) ভাবনা করে লেলিহান মুদ্রায় হৃদয় স্পর্শ করে পাঠ করবে ঃ

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং বং সং হৌং হং সং
শ্রীলোকনাথ দেবতায়াং প্রাণা ইহ প্রাণা
আং হ্রীং ক্রোং শ্রীলোকনাথ দেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ
আং হ্রীং ক্রোং শ্রীলোকনাথ দেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহ স্থিতানী
আং হ্রীং ক্রোং শ্রীলোকনাথ দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুস্তক
শ্রোত্র ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্টন্তু স্বাহা।

মাতৃকান্যাস ঃ

ওঁ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রী ছন্দো,
দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো
বীজানি মাতৃকন্যাসে বিনিয়োগঃ।

উক্ত মন্ত্র দ্বারা মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি স্মরণপূর্বক ন্যাস করবে।

মস্তকে– ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।
মুখে– ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।
হৃদয়ে– ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।
মূলাধারে– ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ
পাদদয়ে– ওঁ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ
সর্বাঙ্গে– ওঁ অবক্তকীলকায় নমঃ

সব জাগাতে তত্ত্বমুদ্রায় স্পর্শ করবে।

করন্যাস ঃ

হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ
হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা,
হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট।
হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং।
হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।
হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট।

অঙ্গন্যাস ঃ

হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।
হ্রীং শিরসে স্বাহা।
হ্রুং শিখায়ৈ বষট্।
হৈং কবচায় হুং।
হ্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্।
হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট।

ধ্যান ঃ

কুর্মমুদ্রায় হলুদ ফুল গ্রহণ করে, হৃদয়ে শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার মূর্তি ভাবনা করে মানস পূজা করবে।

ধ্যান ঃ

শ্রীগুর্বাদি পূজা ঃ শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করবে–

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দাতীতং গগন সদৃশ্যং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।

বাম কানের মূলে ঃ

ঐং গুরুভ্যো নমঃ।

একটু উপরে–

ঐং পরমগুরুভ্যো নমঃ।

আরো উপরে–

ঐং পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।

আরো উপরে–

ঐং পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ।

শ্রীগুরুদেবের পঞ্চোপচারে পূজা দেবে।

ঐং এষ গন্ধ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং ইদং সচন্দন পুষ্পং শ্রীগুরুবে নমঃ।
ঐং ইদং সচন্দন বিল্বপত্রদলং শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং এষ ধূপঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং এষ দীপঃ শ্রীগুরবে নমঃ।
ঐং ইদং নৈবেদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পঞ্চদেবতার পূজা

গণেশ পূজা ঃ

ধ্যান ঃ

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্ মদগন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্ ॥
দন্তাঘাত-বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম্।
বন্দে শৈল সুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

[শ্রীগুরুর পূজার ক্রমে পূজা দেবে। কেবল মূল মন্ত্রে গাং গণেশায় নমঃ। যেমন- গাং এষ গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ।]

প্রণাম ঃ

ওঁ দেবেন্দ্র মৌলি-মন্দার মকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ ॥

শিব পূজা ঃ

ধ্যান ঃ

ওঁ ধ্যায়েন্ নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচণ্ডাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতম্ অমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রম্ ত্রিনেত্রম্।

পুর্বে উল্লিখিত ক্রম অনুসারে নৈবেদ্য পর্যন্ত নিবেদন করবে। তবে শিবের পূজায় প্রথমে শিবকে স্নান করাতে হবে। ঘন্টা বাজাতে বাজাতে মন্ত্র পড়ে স্নান করাতে হবে ঃ

ওঁ ত্র্যম্বকে যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।
উবারুকমিব বন্দনা ম্মতোর্মৃতক্ষীয় মামৃতাৎ।

প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্তং পরমেশ্বর।

সূর্যপূজা ঃ সূর্যপূজায় রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দন নেবে। বিল্ব ও তুলসী নেবে না।

ধ্যান ঃ

ওঁ রক্তাম্বুজাসনম্ অশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

ক্রম অনুসারে পূজা ও নৈবেদ্য দেবে। ওঁ এষ গন্ধ শ্রীসূর্যায় নমঃ

প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধান্তারিং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

নারায়ণ পূজা ঃ

ধ্যান ঃ

ওঁ ধেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ুরবান্ কনককুন্তলবান্ কিরীটি
হারীহিরন্ময় বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

তারপর পূজা করবে ঃ **ওঁ নমোঃ নারায়ণ এষ গন্ধঃ নারায়ণায় নমঃ**– এই ক্রমে পূজা। তুলসীপত্র দেবার সময় বলবে–

ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দন-তুলসীপত্রং নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহাঃ
পরে নৈবেদ্য পর্যন্ত পূজা করে প্রণাম।

প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্ধনঃ।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তুতে ॥

জয়দুর্গা পূজা ঃ ধ্যান (রক্তপুষ্প নিয়ে)ঃ

ওঁ হ্রীং কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলি বদ্ধেন্দুরেখাং।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥
পরে ওঁ হ্রীং এষ গন্ধ শ্রীজয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
এই প্রকার নৈবেদ্য পর্যন্ত নিবেদন করে প্রণাম।

প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

যাঁরা সংক্ষেপে পঞ্চদেবতার পূজা করতে চান- তারা শুধু ঃ
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ
বলে পঞ্চোপাচারে পূজা দেবেন। পরে নিম্নবর্ণিত মতে পূজা দেবেন ঃ

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে প্রতিপদাদি তিথিভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কৃষ্ণাপক্ষায় নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শুক্লাপক্ষায় নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অমাবস্যায়ৈ নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণিমায়ৈ নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পূজনীয় গ্রাম্যদেবতাভ্যো নমঃ।

পীঠন্যাস ঃ মৃগ মুদ্রায় বক্ষস্থল স্পর্শ করে বলবে-

ওঁহ্রীং পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।

ওঁহ্রীং পীঠ শক্তিভ্যো নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ হাত জোড় করে পাঠ করবে-

ওঁ ঐং সর্ব দেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীভ্যো নমঃ এত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী দেবতা ঋষ্যাদি নামে বিনিয়োগ ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ (মস্তকে) মুখে- ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদয়ে- ওঁ ঐং সর্বদেব দেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার মার্জনা করে বলবে-

ওঁ ঐং সর্ব দেব দেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ

ধ্যান ও মানস পূজা ঃ

ধ্যান ঃ

প্রণমামি লোকনাথং লোকানামীশ্বরং প্রভুম্।
বিশ্বেশ্বরং বিশ্বরূপং ত্রিলোকেশং জগদ্‌বিভুম্।
মানবকুলসম্ভূতং সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপিণম্।
ত্রিকালজ্ঞং পরং সত্যং সগুণমপি নির্গুণম্ ॥
সাধককুলপ্রবরং যোগমার্গবলম্বিনম্।
জ্ঞানস্যপূর্ণবিগ্রহং ভক্তিযোগস্য সাধকম্ ॥
জীবানাং মানবানাঞ্চ সর্বকল্যাণদায়কম্।
রণে-বনে-জলে চৈব সর্বত্ররক্ষাকারণম্।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপিণং সর্বগামিনম্।
সর্বপাপবিমোচকং লোকনাথং নমাম্যহম্ ॥

সরলার্থ ঃ জনগণের ঈশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, ত্রিলোকের অধিপতি ও জগতের প্রভু লোকনাথকে প্রণাম করি। মানবকুলে জাত, সাক্ষাৎব্রহ্মরূপী, ত্রিকালজ্ঞ, পরম সত্যস্বরূপ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন হয়েও আবার এই ত্রিগুণের অতীত, সাধককুল শ্রেষ্ঠ, যোগপথাবলম্বী, জ্ঞানের পূর্ণবিগ্রহ, ভক্তিযোগের সাধক, প্রাণী ও মানবের সর্বমঙ্গল প্রদায়ক, রণে, বনে ও জলে সর্বত্রই রক্ষাকারক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপী, সর্বত্রগমনশীল এবং সর্বপাপবিমোচনকারী শ্রীলোকনাথকে প্রণাম করি।

অঞ্জলি ঃ

যোগীন্দ্রায় নমস্তুভ্যং ত্যাগীশ্বরায় বৈ নমঃ।
ভূমানন্দস্বরূপায় লোকনাথায় নমো নমঃ
নমামি বারদীচন্দ্রং স্বামীবাগেশ্বরং হরিং
নমামি ত্রিলোকনাথং লোকনাথং কল্পতরুম্ ॥

(ফুল-বেল পাতা নিয়ে সকলের অঞ্জলি, তারপর সমবেত মঙ্গলধ্বনি)

জয় বাবা লোকনাথ
জয় মা লোকনাথ
জয় শিব লোকনাথ
জয় ব্রহ্ম লোকনাথ
জয় গুরু লোকনাথ।

লোকনাথ প্রণাম মন্ত্র ঃ

নমস্তে আর্তত্রাণায় সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনে।
নমস্তে লোকনাথায় ব্রহ্মাত্মনে নমো নমঃ ॥

আবাহন ঃ শ্রীলোকনাথ দেব ইহা গচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুধস্ব, ইহ সন্নিরুধস্ব। ইহ সম্মুখীভব। ইহ সম্মুখীভব। অত্র অধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

ওঁ ঐং এতে-গন্ধ পুষ্পে সর্ব দেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ মন্ত্রে পূজা দিবে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ লেলিহান মুদ্রায় দেবতার পটে হৃদয় স্পর্শ করে বলবে- আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং ঘং হং হৌং হংস শ্রীলোকনাথ দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীং ক্রোং যং হংসঃ শ্রীলোকনাথ দেবতায়ঃ জীব ইহ স্থিতঃ। আং হ্রীং ক্রোং সর্বেন্দ্রিয়ানি। আং হ্রীং বাঙমনশ্চক্ষুস্তক শোত্রঘ্রাণা প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পরে প্রার্থনা

ওঁ সর্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্বভূতময়ং বপুঃ।
ইয়ং তে কল্পিতা মূর্তি অত্র ত্বা স্থাপয়াম্যহম।

পঞ্চোপচার পূজা ঃ

ওঁ ঐং এষ গন্ধ সর্ব দেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।
ওঁ ঐং ইদং সচন্দন পুষ্প সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।
ওঁ ঐং এষ ধূপঃ ,, ,, ,,
ওঁ ঐ এষ দীপঃ ,, ,, ,,
ওঁ ঐ ইদং সঘৃত সোপকরণনৈবেদ্যং ,, ,, ,,

দশোপচার পূজা ঃ

ওঁ ঐং এতৎপাদ্যং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ
ওঁ ঐং এষ অর্ঘ্য ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদমাচমনীয়ং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদং স্নানীয়ং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং এষ গন্ধ ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদং সচন্দন পুষ্পত্রং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদং সচন্দন তুলসীপত্র ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং এষ ধূপ ,, ,, ,,
ওঁ ঐং এষ ধূপ ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদং সঘৃত সোপকরণনৈবেদ্যং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং পানার্থোদকং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং পুনরাচমনীয়ং ,, ,, ,,
ওঁ ঐং ইদং তাম্বুলং ,, ,, ,,

পুষ্পাঞ্জলি ঃ এষ সচন্দন-পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলিং ওঁ ঐং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমো নমঃ। (তিনবার)

ষোড়শোপচার পূজা ঃ

'আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম
মধুপর্কাচমনস্নানবসনাভরানিচ
গন্ধপুষ্পে ধূপ দীপো নৈবেদ্য আচমনে তথা
নিবেদয়েদর্চনায়ামুপাচারাংস্তু ষোড়শঃ।'

অর্থাৎ আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমন, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও পুনরাচমন এই ষোলটি উপচার। এছাড়াও তৈল, পৈতা, উত্তরীয় (চাদর), মালা, পান, আয়না, চিরুণী ইত্যাদি দেয়া হয়।

আসন ঃ রৌপ্য বা বস্ত্রাদি নির্মিত আসন সামনে কোন পাত্রে রেখে–

'ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।'

বলে তিনবার অর্ঘ্যজলে ছিটা দেবেন।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায়

'সর্বদেবদেবীস্বরূপায় ভগবতে শ্রীলোকনাথায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করে কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ–

ওঁ সর্বভূতান্তরাত্মায় সর্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থং আসনং তে নমো নমঃ ॥

মন্ত্রপাঠ শেষ করে বাম হাতে ডান হাত ছুঁয়ে চিৎহস্তে ঐ আসন দেবতার উদ্দেশ্যে দেবার সময় বলবে–

'ওঁ ঐং' ইদং রজতাসনং (বা বস্ত্রাসনং)
সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ

বলে অর্ঘ্যজল বিন্দু দিয়ে নিবেদন করবে।

পরে শ্রীশ্রী বাবা এই আসন গ্রহণ করেছেন মনে করে চিন্তা মনে তার বাম পাশে রাখবে।

স্বাগত ঃ হাত জোড় করে স্বাগত মন্ত্র পাঠ করবে–

স্বাগতং সুস্বাগতম্ ঃ

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে।
তস্যৈ তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো ॥
ওঁ কৃতার্থো অনুগৃহীতো অস্মি সফলং জীবিতং মম।
যদাগতো- অসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥
অজ্ঞানাদ বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্যচ।
যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব ॥
ওঁ ঐং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথ স্বাগতং সুস্বাগতম্ তে।

দেবতারা নিজ নিজ অভীষ্ট পূর্ণ করার জন্য যাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই পরমেশ আসুন, হে প্রভো, আসুন, শুভাগমন করুন। আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হয়েছি, আমার জীবন ধারণ সফল হল, যেহেতু চিৎআনন্দময় আপনি, অব্যয়, দেবগণের ঈশ্বর হয়ে ও কৃপা করে এসেছেন। হে প্রভো, অজ্ঞান বা সাধনার বিফলতা হেতু পূজাকর্মে যদি কিছু অসম্পূর্ণতা ঘটে তা হলেও যেন সে সকল আপনার সেবায় লাগে (আমার প্রতি প্রসন্ন হউন); হে সর্ব দেবদেবী স্বরূপ বাবা লোকনাথ আপনার শুভাগমন হোক।

পাদ্য ঃ কুশীতে বা কোন অর্ঘ্যপাত্রে অগুরু চন্দন, অপরাজিতা ফুল দিয়ে অর্চনা করে বলবে–

ওঁ ঐং এতৎ পাদ্যং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ মন্ত্রে দেবতার চরণকমল ধুইয়ে দিচ্ছি, এরূপ চিন্তা করবে ঃ

ওঁ যদভক্তিলেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দ সংপ্লবঃ।
তস্মৈ তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥

[যার প্রতি সামান্য ভক্তি হলে পরমানন্দ লাভ হয়, সেই পরমেশ্বরকে আত্মশুদ্ধির জন্যে পাদ্য দিই।]

অর্ঘ্য ঃ শঙ্খস্থিত অর্ঘ্যটি স্পর্শ করে পাঠ করবে ঃ

ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম।
তাপত্রয় বিমোক্ষায় তবার্ঘং কল্পয়াম্যহম্।
ওঁ দূর্বাক্ষত সমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্।
শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহানার্ঘং মহেশ্বরং।

[ত্রিতাপহারী পরমেশকে, দিব্যপরমানন্দকে এই অর্ঘ্য দিচ্ছি ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। দূর্বা, অক্ষত, বিল্বপত্রযুক্ত, এই শঙ্খস্থিত শোভাময় অর্ঘ্য হে মহেশ্বর গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং এষো অর্ঘ্যঃ সর্ব দেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় স্বাহা – মন্ত্রে দেব বিগ্রহের মস্তকে দেবে।

আচমনীয় ঃ পাত্রের জলকে কর্পুরাদি দিয়ে সুবাসিত করে অর্চনা ও মন্ত্রপাঠ ঃ

ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম ॥

[হে প্রভো, শুভ সর্বপাপহারী, মন্দাকিনির যে জল আপনাকে ভক্তির সঙ্গে আচমনীয়রূপে দেওয়া হলো, তা দয়া করে গ্রহণ করুন। '**ওঁ ঐং ইদমাচমনীয়োদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় স্বধা।**' এই মন্ত্রে অর্চনা করবে।]

মধুপর্ক ঃ কাঁসার বা রূপার পাত্রে সমপরিমাণ দই, ঘি, মধু ও চিনি মিশ্রিত করে অল্প জল দেবে। মধুর পরিমাণ বেশী থাকবে। পূর্ববৎ অর্চনা করে হাতজোড় করে পাঠ ঃ

ওঁ সর্বকল্মষনাশায় পরিপর্ণসুধাত্মকম্।
মধুপর্কমিমংদেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥

[সকল পাপ দূর করার জন্যে পূর্ণ সুধা স্বরূপ এই মধুপর্ক আপনাকে নিবেদন করছি, হে দেব প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং এষ মধুপর্কং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় স্বধা।

পুনরাচমনীয় ঃ আচমনীয়ের মতোই অর্চনা করবে ঃ

ওঁ উচ্ছিষ্টমস্যসুচির্বা যস্য স্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম ॥

[অশুচি অবস্থাতে ও যার স্মরণমাত্র মানুষ শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধস্বরূপকে পুনরায় আচমন দিচ্ছি।]

ওঁ ঐং ইদং পুনরাচমনীয়োদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় স্বধা।

স্নানীয় ঃ প্রথমে গন্ধতেল দেবে। গন্ধতেল অর্চনা করে পাঠ–

ওঁ স্নেহগৃহাণ স্নেহেন লোকানাং হিতকারকঃ।
সর্বলোকেষু শুদ্ধস্তং দদামি স্নেহমুত্তমম্।

ওঁ ঐং ইদং গন্ধতৈলং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি।

তাঁর শ্রীঅঙ্গে তৈল মেখে দিচ্ছি এইরূপ কল্পনা করবে। তারপর শুদ্ধজল সুরভিযুক্ত করে মন্ত্রপাঠ করবে ঃ

ওঁ ইদং সুশীতলং জলং স্বচ্ছ শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম ॥

[এই সুশীতল স্বচ্ছ শুদ্ধজল আপনার স্নানের জন্য ভক্তির সঙ্গে নিবেদন করছি। হে প্রভো, দয়া করে গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং ইদং স্নানীয়োদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি। [এখানে পুরুষসুক্ত পাঠেরও বিধান আছে।]

সম্ভব হলে তাও করা উচিত।

বস্ত্র ঃ ভাল, সুন্দর ও সূক্ষ্মবস্ত্র অর্চনা করে পাঠ করবে–

ওঁ মায়াচিত্র পটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরুতেজসে
নিরাবরণ বিজ্ঞায় বামস্তে কল্পয়াম্যহম্।

[হে দেব, তুমি মায়া প্রভাবে বিচিত্র পট দ্বারা আচ্ছাদিত বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, তোমাকে এই বস্ত্র দান করছি।]

ওঁ ঐং ইদং বস্ত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি।

উত্তরীয় ঃ পূর্ববৎ অর্চনা ও পাঠ করবে ঃ

ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎ-সম্মোহিনী সদা।
তস্মৈতে পরমেশায় কল্পয়াম্যহম।

[যাঁকে আশ্রয় করে মহামায়া সর্বক্ষণ জগতকে সম্মোহিত করে রাখেন, সেই পরমপুরুষকে উত্তরীয় প্রদান করছি।]

ওঁ ঐং ইদমত্তরীয়ং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি।

আভরণ ঃ রজত বা স্বর্ণাভরণ আগের মতো অর্চনা করবে।

ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যায়শ্রয়াম তে।
ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াস্যমরচিতম।

[দেববন্দিত স্বভাব সুন্দর সেই পরমেশ্বরকে বিচিত্র ভূষণ সকল নিবেদন করি।]

ওঁ ঐং ইদং রজতাভরণং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি।

গন্ধ ঃ কোন পাত্রে বা বেলপাতায় চন্দন, অগুরু ও সুবাসিত অন্যান্য গন্ধদ্রব্য একত্রে নিয়ে অর্চনা করে পাঠ করবে ঃ

ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈবনৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ॥

[হে প্রভো, আপনার শরীর ও চেষ্টাদি আমি কিছুই জানি না, আমার দেয়া এই গন্ধদ্রব্য দয়া করে গ্রহণ করে শরীরে লেপন করুন।]

ওঁ ঐং এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।

মাল্যদান ঃ ওঁ ঐং পুষ্পমাল্যং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় বৌষট্।
ওঁ সূত্রেন গ্রথিতং মাল্যং নানা পুষ্প সমন্বিতম শ্রীযুক্ত লম্বমানং চ গৃহাণ পরমেশ্বর।

পুষ্প ঃ বাসি, পচা, পোকায় খাওয়া ফুলে পূজা হবে না। সদ্য ফোঁটা নানা রকমের ফুল চন্দন মিশিয়ে অর্চনা করে পাঠ করবে ঃ

ওঁ তুরীয়বনসম্পন্নং নানাগুণ মনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পংগৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥

[বনজাত এই উত্তম ফুল, নানা রঙের ও গুণের, মনোহারী, আনন্দদায়ক গন্ধ ও তুরীয় দয়া করে গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং ইদং সচন্দন পুষ্পং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় বৌষট্। (এই মন্ত্রে জ্ঞান মুদ্রায় তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে) অর্পণ করবে ও দেবতাকে সাজিয়ে দেবে)

বিল্বপত্র ঃ সচন্দন নিখুঁত বিল্বপত্র অর্চনা করে ঃ
ওঁ ঐং ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীশ্রীলোকনাথায় বৌষট মন্ত্রে নিবেদন করবে।

তুলসীপত্র ঃ শ্বেতচন্দন মেখে তুলসী হাতে নিয়ে–

ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।
ওঁ ঐং ইদং সচন্দন তুলসীপত্রং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ মন্ত্রে তুলসী প্রদান করবে।

ধূপ ঃ ধূপ জ্বালিয়ে অর্চনা করে পাঠ করবে–

ওঁ বনস্পতিরাসোদিব্যো গন্ধাঢ্যাঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

[বৃক্ষজাত দিব্যগন্ধযুক্ত এই মনোহর ধূপ গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং এষ ধূপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।

দীপ ঃ প্রজ্বলিত দীপ পূজা করে পাঠ করবে–

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সর্বাহ্যাভন্তরঃ জ্যোতিদীপো-অয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
ওঁ ঐং এষ দীপ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।

নৈবেদ্য ও ভোগ নিবেদন

শ্রীশ্রী বাবার সামনে নৈবেদ্য স্থাপন করে অর্চনা করবে–

বং এতস্মৈ সঘৃতোপকরণং আমান্ন–নৈবেদ্যং লোকনাথায় নমঃ।

অন্ন ভোগ দিলে বলবে- **সঘৃত-সোপকরণান্নায় নমঃ।**

তিনবার জল দিয়ে প্রোক্ষণ করবে। পরে 'ফট' মন্ত্রে প্রোক্ষণ 'হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাবে।

চক্রমুদ্রায় অভিরক্ষণ করে 'যং' মন্ত্রে দোষসমূহ শোষণ করবে।

'র' মন্ত্রে দহন।

'রং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখিয়ে নৈবেদ্য অমৃতময় হচ্ছে বলে ভাবনা করবে। মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করে মূলমন্ত্র দশবার জপ করবে। পরে মন্ত্রপাঠ–

ওঁ নৈবেদ্যং বিবিধং দেবং শর্করাদি বিনির্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ॥

[হে পরমেশ্বর, শর্করাদি নির্মিত বিবিধ নৈবেদ্য ভক্তির সঙ্গে নিবেদন করছি, দয়া করে গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং ইদং সঘৃত-সোপকরণ আমান্ননৈবেদ্যং (অন্ন-জলে সোপকরণান্নং) **সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি।**

এই মন্ত্র বলে অর্ঘ্যজল দিয়ে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামাযোগে ছিটা দেবে। পুনরায় দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যজল নিয়ে–

'ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' মন্ত্রে প্রদান করবে। পরে বাম হাতে গ্রাসমুদ্রা দেখিয়ে–

প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা এই পাঁচটি মন্ত্রে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাবে।

[এই সময় দেবতা গ্রহণ করছেন এই ভাবনা করবে। জপ করবে।]

আবার অর্ঘ্যজল নিয়ে–

'ওঁ অমৃতপিধানমসি স্বাহা' মন্ত্রে প্রদান করবে। পরে পানীয় জল ও তাম্বুল নিবেদন করবে।

পানীয় জল ঃ একটি পাত্রে ডাবের জল নিয়ে অর্চনা করে পাঠ করবে–

ওঁ সমস্ত-দেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥

[হে সমস্ত দেবগণের ঈশ্বর, সকলের তৃপ্তিকর অখণ্ড সম্পূর্ণ জল আনন্দদায়ক উত্তম পানীয়রূপে নিবেদন করছি, দয়া করে গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং এতৎ পানার্থোদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় পূর্ববৎ।

তাম্বুল ঃ সুবাসিত তাম্বুল অর্চনা করে পাঠ করবে-

ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরাদি-সুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম ॥

[হে দেব, কর্পূর প্রভৃতি দিয়ে সুবাসিত, সুপায়ী আদি ফল ও পানযুক্ত এই তাম্বুল ভক্তির সঙ্গে নিবেদন করছি- দয়া করে গ্রহণ করুন।]

ওঁ ঐং ইদং তাম্বুলং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় নিবেদয়ামি।

সংক্ষিপ্ত হোম ঃ

জ্বালিনী মুদ্রা দেখিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে করজোড়ে পাঠ করবে-

ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং বিশ্বতোমুখম্।

তারপর অগ্নির অর্চনা করে নামকরণ করবে-

'ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীলোকনাথনামাসি।'

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহন ঃ

ওঁ শ্রীলোকনাথনামাগ্নে ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ট, ইহতিষ্ট, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব। ইহ সম্মুখীভব, ইহ সম্মুখীভব। অত্র অধিষ্ঠানং কুরু। মম পূজাং গৃহাণ।

পঞ্চোপচারে এই অগ্নির পূজা ঃ

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবেদ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি
সাধয় স্বাহা এষ গন্ধঃ শ্রীলোকনাথ-নামাগ্নয়ে নমঃ
ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ-ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীলোকনাথ-নামাগ্নয়ে নমঃ
ওঁ বৈশ্বানর এষ ধূপঃ শ্রীলোকনাথ-নামাগ্নয়ে নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর এষ দীপঃ শ্রীলোকনাথ-নামাগ্নয়ে নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর ইদং সঘৃত সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং শ্রীলোকনাথ-নামাগ্নয়ে নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর ইদং তাম্বুলং শ্রীলোকনাথ নামাগ্নয়ে নমঃ।

বীরাসনে পূর্বমুখ হয়ে বসে বলবে– বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক-মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীলোকনাথ-প্রীতিকামঃ শ্রীলোকনাথ পূজা কর্মণি ওঁ ঐং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় স্বাহা-ইতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তর শত (বা অষ্ট বিংশতি) সংখ্যক সাজ্যবিল্বপত্রে সহ হোমমহংকরিষ্যে (অপরের জন্য হলে- করিষ্যামি।)

পূর্ণাহুতি ঃ

পান, কলা ও অন্যান্য ফলসহ ঘৃতপূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণাহুতি দেবে।

পাঠ-

ওঁ ঐং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীলোকনাথায় স্বাহা।

ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাবস্থাসু।

মনসাবাচো কর্মাণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না ॥

যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা।

মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীলোকনাথচরণে সমর্পয়ে ॥

– বলে পাত্রের সকল ঘৃত ইত্যাদি অগ্নিতে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করবে–

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

অগ্নি বিসর্জন ঃ

সংহার মুদ্রায় দেবতাকে অগ্নি থেকে নিজ হৃদয়ে 'ক্ষমস্ব' মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন দেবে। ওঁ পৃথ্বিত্বং শীতলা ভব-মন্ত্রে অগ্নি ঈশান (উত্তর-পূর্ব) কোণ থেকে জল- অথবা দধি বা দুধ দিয়ে অগ্নি নির্বাপণ করবে।

পূর্ণপাত্র উৎসর্গ ঃ

বং এতস্যৈ পূর্ণপাত্রায়- বা পূর্ণ পাত্রানুকল্পনায় ভোজ্যায় নমঃ।

ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ।

ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীলোকনাথ পূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং ব্রহ্মদক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (অথবা পাত্রানুকল্পং ভোজ্যং)

তস্মৈ ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে (অপরের জন্যে হলে সম্প্রদদানি) বলে জলবিন্দু প্রক্ষেপ করে উৎসর্গ করবে।

দক্ষিণা ঃ

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীলোকনাথায় নমঃ (পূজা করবে।)

বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে-মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীলোকনাথস্য প্রীতিকামনায়ৈ কৃতৈতৎ শ্রীলোকনাথ– পূজাকর্মণঃ সাঙ্গার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমার্চিতং শ্রীবিষ্ণু– দৈবতং শ্রীলোকনাথায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে সম্প্রদদানি) –বলে অর্ঘ্যজল প্রক্ষেপ করবে।

এতৎ কর্মফলং শ্রীলোকনাথপর্ণমস্তু

তারপর পাঠ ঃ

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।

ক্ষমা প্রার্থনা ঃ

ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চিতং
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তুমে।
কর্মনা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যোগতির্মম
অন্তশ্চারেন ভূতানাং দ্রষ্টা ত্বং পরমেশ্বর॥

আত্মনিবেদন ঃ

বন্দেহহং শ্রীলোকনাথং ব্রহ্মজ্ঞং ব্রহ্মরূপিণম্।
গুণাতীতং গুণময়ং যোগমার্গাবলম্বিনম্।
ধরায়ামাবির্ভূয়ং যশ্চকার লোককল্যাণম্
আপদামপহন্তারং লোকেশং প্রণমাম্যহম্॥

[ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মরূপী, গুণাতীত, গুণময়, যোগপন্থী, শ্রীলোকনাথকে বন্দনা করি। পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে যিনি লোকের কল্যাণ সাধন করেন, যিনি বিপদ হরণ করেন। সেই লোকেশ্বরকে প্রণাম করি।]

এই মন্ত্র পাঠের পর বিসর্জন দেবে। আপন হৃদয়ে স্থাপন করে 'ক্ষমস্ব' মন্ত্রে বিসর্জন সংহার মুদ্রায় ফুল বিসর্জন দিয়ে ঘট স্পর্শ করে বলবে–

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানে পরমেশ্বর।
যত্র ব্রহ্মাদয় সর্বে সুরাঃ তিষ্ঠন্তি মে হৃদি॥

ঘটটি একটু নেড়ে দেবে ও প্রণাম করে চরণামৃত ও প্রসাদি ধারণ করবে।

লোকনাথ প্রণাম মন্ত্র ঃ

নমস্তে আর্তত্রাণায় সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনে।
নমস্তে লোকনাথায় ব্রহ্মাত্মনে নমো নমঃ॥

পিতৃ-প্রণাম ঃ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

মাতৃ-প্রণাম ঃ

যৎ প্রসাদাৎ জগৎদৃষ্টং পূর্ণকামো যদাশীষা।
প্রত্যক্ষ দেবতা মে তুভ্যং মাত্রে নমো নমঃ॥